advertisement

৭৩৬ থেকে নামিয়ে ছাত্রদলের কমিটি ১৭১ সদস্য করার সিদ্ধান্ত

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৫১
আপডেট: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০৮:৪০

৭৩৬ সদস্যের ঢাউস কমিটি না করে দ্রুত সময়ের মধ্যে ১৭১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলোর কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদলের নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কমিটি ঘোষণার আগে ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত হবে যার খসড়া ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সর্বশেষ বৈঠক করে এ সংক্রান্ত গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি চূড়ান্ত করবে। এর পরই কমিটি ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি বিলুপ্ত রাজীব আহসান ও আকরামুল হাসান কমিটি ছিল ৭৩৬ সদস্যের।

advertisement

জানতে চাইলে ছাত্রদলের নতুন সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন আমাদের সময়কে বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্রদলের বাকি পদগুলো ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কমিটি নিয়ে আমরা ভাবছি। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখা নেতাকর্মীদের নিয়ে কর্মিসভা করব। তারপর সাংগঠনিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কমিটি গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিএনপি ও ছাত্রদলের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, ১৭১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সিনিয়র সহসভাপতি একজন, সহসভাপতি ৫ জন, প্রথম যুগ্ম সম্পাদক একজন, যুগ্ম সম্পাদক ৫ জন, সহসাধারণ সম্পাদক ৭ জন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক একজন, সাংগঠনিক সম্পাদক একজন, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ১০ জন, সহ-বিভাগীয় সম্পাদক ১০ জন, সম্পাদক ২২ জন, সহসম্পাদক ২২ জন এবং সদস্য ৮৪ জন।

ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির অন্যতম সদস্য সাবেক ছাত্রদল নেতা এবিএম মোশাররফ হোসেন আমাদের সময়কে বলেন, এবারের কমিটি ১৭১ সদস্যের কমিটি হতে পারে। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অপর এক নেতা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা, মহানগর কমিটি হবে ১৫১ সদস্যের, উপজেলা, পৌর কমিটি ১০১ সদস্য এবং মহানগরের ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন শাখার কমিটি হবে ৭১ সদস্যের। জানা গেছে, আরপিও অনুযায়ী বিএনপির সহযোগী সংগঠন হিসেবে ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি চূড়ান্ত করবে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হবে কবে নাগাদ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির বাকি পদ ঘোষণা হবে।

গত সোমবার ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির সাংগঠনিক অভিভাবক তারেক রহমানের সঙ্গে স্কাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিএনপি নেতারা মনে করছেন, ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক- এ দুই সদস্যের কমিটির যে কোনো একজন গ্রেপ্তার হলে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া ঝুলে যেতে পারে। তাই আংশিক হলেও কমিটি গঠন করা উচিত। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও সাবেক ছাত্রদল নেতাদের এ শঙ্কার কথা বলেছেন। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, এরই মধ্যে সম্ভাব্য কেন্দ্রীয় পদ পেতে পারেন সেসব নেতাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ রাজনৈতিক ও শিক্ষাগতযোগ্যতা সম্পন্ন বায়োডাটা সংগ্রহ শুরু হয়েছে। এসব লন্ডনে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হবে। তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করবেন। যারা সবুজ সংকেত পাবেন তারাই হবেন ছাত্রদলের পরবর্তী কেন্দ্রীয় নেতা।

এবারের কাউন্সিলে অন্যতম শর্ত ছিল যারা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছে তারা দশ শতাংশ ভোট না পেলে পরবর্তী কমিটিতে স্থান পাবে না। কিন্তু অনেকেই এ শর্ত তুলে দেওয়ার পক্ষে। আজ বৃহস্পতিবার এ বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে তুলে ধরে ওই শর্ত বাতিল করা হবে। প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদলের সাবেক এক নেতা বলেন, তখন এই শর্ত দেওয়া হয়েছিল, যাতে করে অহেতুক কেউ প্রার্থী না হয়। আশা করি এটা তুলে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগর, তিতুমীর কলেজ ও কবি নজরুল কলেজে আহ্বায়ক কমিটিও পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে।

গত বৃহস্পতিবার প্রায় ২৭ বছর পর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় ছাত্রদলের নতুন নেতৃত্ব। এর পর গত সোমবার ছাত্রদলের নতুন কমিটির কার্যক্রমের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। একই সঙ্গে আগামী সাত দিনের মধ্যে ছাত্রদলের নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করার কথা ভাবছে ছাত্রদল।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন আমাদের সময়কে বলেন, আদালত থেকে কোনো নোটিশ পাইনি। পেলে এই নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।